দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 01 MAR 1999
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

006

0 1 MAR 1999

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা

"প্রাচ্যের অক্সফোর্ড" নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার জন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছোট বেলা থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অনেকের ভাগ্যে তা জোটে না। কারণ পরীক্ষার্থীদের মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার ৪% এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬% যোগ করা হয়।

আমরা সবাই অবগত যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উপজেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে চলে নকলের নামে অবাধ রাজত্ব। ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী নকলের আশ্রয় নিয়ে ভাল নম্বর পেয়ে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অপরপক্ষে ঢাকাও কতগুলো বড় বড় জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়। এসব কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভাল নম্বর না পেলেও ভর্তি পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়েও উত্তীর্ণ হয় না। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা নকলের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ফলে প্রকৃত মেধার কোন যাচাই হয় না। অতএব কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন ভর্তি পরীক্ষায় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নম্বরের অংশ যোগ না করে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক।

—আরিফ,
মগবাজার, ঢাকা।

১২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফাজেল শিক্ষকদের ফরিয়াদ

মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে কামেল ও ফাজেল ডিগ্রীধারী দশ হাজারেরও বেশী শিক্ষক কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ফাজেল শিক্ষকের সংখ্যা ছয় হাজারের ওপরে। কামেল শিক্ষকগণ ১৩৫০/- টাকার সিনিয়র স্কেল পান আর ১০০০/- টাকা হচ্ছে সহকারী শিক্ষকদের স্কেল। ফাজেল বিএ'র সমমানের। বিএ পাস সহকারী শিক্ষকগণ ১২ বছর চাকরির পর ১৩৫০/- টাকা স্কেল পান। কিন্তু ফাজেল শিক্ষকগণ একই মানের হওয়া সত্ত্বেও ১২ বছর চাকরির পরে ঐ স্কেল লাভ করেন না। এই বৈষম্য দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন। সরকার মাধ্যমিক স্তরে ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করে এ দেশের মানুষের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন। এই সঙ্গে ইসলামিয়াত পড়ান যে শিক্ষকগণ তাঁদের ন্যায্য দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতঃ ১২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফাজেল শিক্ষকদের ১৩৫০/- স্কেল প্রদানের জন্য আকুল ফরিয়াদ জানাচ্ছি।

—মোঃ আবদুস সত্তার,
এফ, এম,
ঝাটিবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
পটুয়াখালী।